ঢাকা মহানগরীর কাফরুল থানা হেফাজতে পুলিশ সদস্যদের নির্যাতনে ফারুক হোসেন কামালের মৃত্যুর অভিযোগ

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন

অধিকার

১৯ ফেব্রুয়ারী ২০১২ বিকেল আনুমানিক ৫.০০ টায় ঢাকা মহানগরীর ৫৯১, উত্তর কাফরুলের বাসিন্দা মৃত জামাল হক ও মৃত সফুরা বেগমের ছেলে ফারুক হোসেন কামালকে (৩৭) উত্তর কাফরুলের বউবাজার এলাকার শিমুলতলার মোড় থেকে কাফরুল থানার পুলিশ সদস্যরা গ্রেপ্তার করে। থানা হাজতে পুলিশ সদস্যরা কামালকে নির্যাতন করে। গ্রেপ্তারের ২ দিন পর অর্থাৎ ২১ ফেব্রুয়ারী ২০১২ থানা থেকে ঢাকা এর আদালতে পাঠিয়ে রিমান্ডের আবেদন জানালে বিজ্ঞ আদালত রিমান্ড না মঞ্জুর না করে কামালকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠিয়ে দেয়। জেল হাজতে থাকা অবস্থায় কামাল অসুস্থ হয়ে পড়েন। কারা কর্তৃপক্ষ ২৮ মার্চ ২০১২ কামালকে চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করলে ঐদিন সকাল আনুমানিক ১১.৩০ টায় কামাল মারা যান বলে পরিবারের অভিযোগ।

ছবি– ফারুক হোসেন কামাল

অধিকার ঘটনাটি সরেজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানকালে অধিকার কথা বলে-

- কামালের আত্মীয়-স্বজন
- কারাগার কর্তৃপক্ষ
- ময়না তদন্তকারী চিকিৎসক এবং
- আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে।

পারভীন হক (২৮), কামালের ছোট বোন

পারভীন হক অধিকারকে জানান, তার বাবার বাড়ি চাঁদপুর জেলার ফরিদ্গঞ্জ থানার সাহেবগঞ্জ গ্রামে। তিনি বোন কহিনুর বেগম, ভাই কামাল, ভাইয়ের মেয়ে সুপ্তি জাহান মিমকে (১২) নিয়ে ঢাকার কাফরুলে থাকেন। তিনি বলেন, কামাল হক এন্ড সন্স নামে একটি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের মালিক হিসাবে সেনাবাহিনীর এমইএস এ তালিকাভুক্ত ঠিকাদার ছিলেন। ঠিকাদারী ব্যবসা করায় কাফরুল থানা পুলিশের ধারণা ছিল যে, কামাল অনেক টাকার মালিক। যার ফলে এসআই নুরুজ্জামান চাঁদা হিসেবে কামালের কাছে ১০,০০০(দশ হাজার) টাকা চেয়েছিল। কামাল চাঁদার টাকা না দিতে পারায় এসআই নুরুজ্জামান মোবাইল ফোনে বার্তা পাঠিয়ে ২৪ ঘন্টার মধ্যে গ্রেপ্তার করে মামলায় ঢুকিয়ে কামালকে নির্যাতন করার হুমকি দেয়। এসআই নুরুজ্জামান পুলিশের সোর্স এবং দক্ষিণ ইব্রাহিমপুরের বাসিন্দা বাবুকে কামালের কাছে টাকার জন্য বার বার পাঠাতেন। কামাল এসআই নুরুজ্জামানের দাবীকৃত চাঁদার ১০,০০০(দশ হাজার) টাকা জোগার করার জন্য অনেকের কাছে ধার চেয়েও পাননি। ১৯ ফেব্রুয়ারী ২০১২ রাত

আনুমানিক ৮.০০ টায় কামাল পারভীন হককে মোবাইল ফোনে জানান, এসআই নুরুজ্জামান তাকে গ্রেপ্তার করে থানা হাজতে রেখেছে। কামাল তাঁকে থানায় আসতে বলেন।

তিনি তখন তার বোন কহিনুর বেগম এবং বোনের স্বামী মোহাম্মদ জামাল উদ্দিন আজাদকে সঙ্গে নিয়ে রাত আনুমানিক ১১.০০টার সময় থানায় যান। কিন্তু পুলিশ সদস্যরা তাঁদেরকে কামালের সঙ্গে দেখা করতে দেয়নি। কামালের সাথে দেখা করতে না পেরে তাঁরা তখন থানাতেই অপেক্ষা করছিলেন। ২০ ফেব্রুয়ারী ২০১২ রাত আনুমানিক ১২.৩০ টায় তিনি থানা হাজতে আর্তচিৎকার ও লাঠিপেটা করার শব্দ শুনতে পান। তিনি আবারও ডিউটি অফিসারের কাছে যান এবং কামালের সঙ্গে দেখা করতে চান। কিন্তু ডিউটি অফিসার তাঁকে থানা কম্পাউন্ডের ভেতর থেকে বের করে দেন।

অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর অন্য এক পুলিশ সদস্যকে ১০০ টাকা দিলে ঐ পুলিশ সদস্য তাঁদেরকে কামালের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ করে দেয়। কামাল তাঁকে জানান, তিনি বিকেল আনুমানিক ৬.০০ টায় উত্তর কাফরুলের বউবাজারে আব্দুর রাজ্জাক ভান্ডারীর চায়ের দোকানে চা পান করছিলেন। চা পান শেষে এসআই নুরুজ্জমানের সঙ্গে আসা দুই পুলিশ সদস্য তাকে কোমরে ধরে গাড়ীতে উঠিয়ে থানায় নিয়ে আসে। কামাল এসআই নুরুজ্জামানের কাছে গ্রেপ্তারের কারণ জানতে চাইলে, এসআই নুরুজ্জামান তাকে বলে, তার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আছে। কামাল তখন পারভীনকে আরো বলেন, এসআই নুরুজ্জামানের কাছে তার মোবাইল ফোনটি আছে। কিন্তু এসআই নুরুজ্জামান থানায় না থাকায় তিনি মোবাইল ফোনটি পাননি। কামাল তাঁকে বলেন, থানায় আনার পর থেকেই পুলিশ সদস্যরা কামালকে বেধড়ক পিটিয়েছে এবং এসআই নুরুজ্জামান কামালের কাছে ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা চেয়েছে। টাকা না দিলে এসআই নুরুজ্জামান তাকে নির্যাতন করে হত্যা করা হবে বলে হুমকি দিয়েছে। কামাল তখন পারভীনকে ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা সংগ্রহ করে এসআই নুরুজ্জামানকে দিয়ে তাঁকে থানা থেকে ছাড়িয়ে নিতে বলেন। কিন্তু পারভীন অনেক চেষ্টা করেও টাকা সংগ্রহ করতে না পারায় কামালকে থানা হাজত থেকে ছাড়িয়ে নিতে পারেননি।

২০ ফেব্রুয়ারী ২০১২ সকাল আনুমানিক ৯.০০টায় তিনি কামালকে নাস্তা দেয়ার জন্য কাফরুল থানায় যান। তখন কামাল তাকে জানান, ৫০,০০০(পঞ্চাশ হাজার) টাকা না দিতে পারলে এসআই নুরুজ্জামান তাকে হত্যা করে ফেলবে বলে জানিয়েছে। তখন ডিউটি অফিসার পারভীন হককে থানা থেকে বের করে দেন এবং আদালতে কামালকে চালান দিবে বলে তাঁকে আদালতে যেতে বলেন। চিফ মেট্রপলিটন ম্যাজিস্টেট আদালতে গিয়ে তিনি জানতে পারেন, কামালকে সেখানে আনা হয়নি। তিনি আদালত থেকে ফিরে সন্ধ্যা আনুমানিক ৭.০০টায় আবারও কাফরুল থানায় যান কিন্তু পুলিশ সদস্যরা তাঁর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে এবং কামালের সঙ্গে দেখা করতে দেয়নি।

২৮ ফেব্রুয়ারী ২০১২ সকাল আনুমানিক ১০.৪৮ টায় অপরিচিত এক লোক তাঁর মোবাইলে ফোন করে জানায় যে, কামাল ভীষন অসুস্থ, সে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ২১৮ নম্বর ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন আছে। কামালকে দেখতে হলে দুপুর ১.০০টার মধ্যেই হাসপাতালে তাঁকে যেতে বলেন। তিনি কোহিনুরকে সঙ্গে নিয়ে দুপুর ১২.০০টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ২১৮ নম্বর ওয়ার্ডে যান এবং কামালের খোঁজ করেন। কামালকে না পেয়ে হাসপাতালের গেটে গিয়ে যে মোবাইল নম্বর থেকে তাঁকে ফোন দেয়া হয়েছিল সেই নম্বরে কল করেন। কিন্তু তিনি মোবাইল নম্বরটি বন্ধ পান। পুণরায় ২১৮ নম্বর ওয়ার্ডে গিয়ে একজন পুলিশ সদস্যের দেখা পান। ওই পুলিশ সদস্য তাঁকে বলেন, কামাল কিছুক্ষণ আগেই মারা গেছে। কামালের লাশ মর্গে আছে। পুলিশ সদস্য তাঁকে মর্গে নিয়ে যান। তিনি মর্গে গিয়ে কামালের লাশ শনাক্ত করেন। তিনি দেখেন, লাশের শরীর ফোলা, পায়ে কালো দাগ রয়েছে। যা নির্যাতনের কারণে হয়েছে বলে তিনি ধারণা করেন। তিনি কামালের লাশ নেয়ার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগের একজন চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। চিকিৎসক তাঁকে কারাগার থেকে কয়েদির কাগজপত্র এবং জেলারের অনুমতি আনতে বলেন। তিনি প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহের জন্য ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে কারারক্ষী জাকারিয়া মাসুদের কাছে যান এবং কামালকে ১৯ ফেব্রুয়ারী ২০১২

তারিখে কারাগারে আনার পরে অসুস্থ হলে ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০১২ হাসপাতালে মারা যান মর্মে লাশ নেয়ার অনুমতিপত্র চান।

কারারক্ষী জাকারিয়া মাসুদ তাঁকে জানান, কারাগারের রেকর্ডে আছে যে, কাফরুল থানার পুলিশ সদস্যরা ২১ ফেব্রুয়ারী ২০১২ কামালকে থানা থেকে আদালতে পাঠান। কিন্তু পুলিশ সদস্যরা কামালকে ২২ ফেব্রুয়ারী ২০১২ তারিখে কারাগারে দিয়ে গেছেন। কামালের শারীরিক অবস্থা খারাপ দেখতে পেয়ে কারা কর্তৃপক্ষ ওই সময়েই কামালকে কারা হাসপাতালে ভর্তি করে। ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০১২ থেকে কামালের শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে। উন্নত চিকিৎসার জন্য কারাগার কর্তৃপক্ষ কামালকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়েছিল। তিনি কারাগারের রেকর্ডপত্র অনুযায়ী অনুমতিপত্র নিয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে আসেন। লাশের ময়না তদন্ত শেষ হলে লাশ নিয়ে ২৯ ফেব্রুয়ারী ২০১২ রাত আনুমানিক ৮ টায় গ্রামের বাড়ী চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ থানার সাহেবগঞ্জ গ্রামে যান। সেখানেই পারিবারিক কবরস্থানে কামালের লাশ দাফন সম্পন্ন করেন।

আনোয়ারুল আমিন চৌধুরী হারুন (৩৬), কামালের বন্ধু

আনোয়ারুল আমিন চৌধুরী হারুন অধিকারকে জানান, কাফরুল থানার পাশেই তাঁর বাসা। কামাল নিয়মিত তার বাসায় আসা যাওয়া করতো। একদিন কামাল তাঁকে জানান, এসআই নুরুজ্জামান তার কাছে ১০,০০০টাকা চাঁদা চেয়েছে।

কিন্তু তিনি টাকা সংগ্রহ করে দিতে পারেননি। ২০ ফেব্রুয়ারী ২০১২ সকালে কামালের বোন পারভীন তাঁকে ফোন করেন। পারভীন তাঁকে জানান, বিকাল আনুমানিক ৬.০০টার দিকে এসআই নুরুজ্জামান উত্তর কাফরুলের বউবাজার এলাকার শিমুলতলার মোড়ে ভান্ডারির চায়ের দোকান থেকে কামালকে ধরে নিয়ে গেছে। তিনি ইব্রাহিমপুরের পুলিশের সোর্স বাবুর কাছে জানতে পারেন, বিকাল ৬.০০টার দিকে কামালের সঙ্গে বাবু ভান্ডারীর দোকানে চা পান করছিল। তখন এসআই নুরুজ্জামান কামালকে গ্রেপ্তার করে। বাবু আরো দেখেন, কামালকে কিছু দুরে নিয়ে গাড়ীতে তোলে এবং কামালের গায়ের শার্ট খুলে কামালের হাত বেঁধে নিয়ে যায়। ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০১২ পারভীন তাঁকে জানান, কামাল হাসপাতালে মারা গেছে। তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে গিয়ে দেখেন, কামালের লাশের শরীর ফোলা, পায়ে কালো দাগ রয়েছে। তিনি ধারণা করেন, কামাল পুলিশের নির্যাতনের কারণেই মারা গেছে।

মোঃ ইব্রাহিম খলিল রনি, (৩০) কামালের প্রতিবেশী

মোঃ ইব্রাহিম খলিল রনি অধিকারকে জানান, কামালের বোন কহিনুর তাঁকে জানান, কামালকে কাফরুল থানায় ধরে নিয়ে গেছে। ১৯ ফেব্রুয়ারী ২০১২ রাতে থানা হাজতে গিয়ে কামালকে দেখে আসেন।

আব্দুর রাজ্জাক ভান্ডারী (৬০), কামালকে গ্রেপ্তারের প্রত্যক্ষদর্শী,

আব্দুর রাজ্জাক ভান্ডারী অধিকারকে জানান, ১৯ ফেব্রুয়ারী ২০১২ বিকাল আনুমানিক ৬.০০ টায় কামাল প্রতিদিনের মত তাঁর দোকানে বসে চা পান করছিলেন। তিনি বলেন, তখন তাঁর পাশেই তিনি ৩ জন ছোট ছোট চুল ও স্বাস্থ্যবান লোককে দেখতে পান। কিছুক্ষণ পর ওই তিনজন লোকের সঙ্গে কামালকে বের হয়ে যেতে দেখেন।

আব্দুল লতিফ, অফিসার ইনচার্জ, কাফরুল থানা, ঢাকা মহানগর পুলিশ, ঢাকা

আব্দুল লতিফ অধিকারকে জানান, ফারুক হোসেন কামালকে কবে কখন গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে তা তিনি বলতে পারছেন না। কামালকে গ্রেপ্তার করার বিষয়ে এসআই নুরুজ্জামান সঠিক তথ্য দিতে পারবেন বলে তিনি জানান। তিনি বলেন, কামালের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির মামলা রয়েছে। সে ফোন করে বিভিন্ন মানুষের কাছে চাঁদা দাবি করতো এবং ভয় দেখাতো। মানুষের শান্তি বজায় রাখা এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য কামালকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসা হয়েছিল। একই সঙ্গে তিনি আরও বলেন, কামাল এমন কোন চিহ্নিত অপরাধী নয় যে তাকে

মারধর করে তথ্য আদায় করতে হবে, তবে সে কাফরুল থানার তালিকাভুক্ত আসামী ছিল। তিনি কামালকে নির্যাতন করার কথা জানেন না বলে জানান।

এসআই নুরুজ্জামান, কাফরুল থানা, ঢাকা মহানগর পুলিশ, ঢাকা

এসআই নুরুজ্জামান অধিকারকে জানান, ফারুক হোসেন কামালের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজী মামলা ছাড়াও ফেনসিডিল ও মারামারির মামলা থাকার অভিযোগে ২১ ফেব্রুয়ারী ২০১২ সন্ধ্যা আনুমানিক ৭.০০ টায় উত্তর কাফরুলের বউবাজার এলাকা থেকে তিনি গ্রেপ্তার করেন। আদালতের মাধ্যমে কামালকে ২২ ফেব্রুয়ারী ২০১২ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠান। গ্রেপ্তারের পর কামালকে তিনি নির্যাতন করেননি বলে জানান। তবে তিনি দাবী করেন, কামাল ছিল মৃগী ও হার্টের রোগী। এ রোগের কারণেই কামাল মারা গেছে বলে তার দাবী।

এসআই মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন, শাহবাগ থানা, ঢাকা মহানগর পুলিশ, ঢাকা

এসআই মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন অধিকারকে জানান, ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০১২ দুপুরের দিকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের কারারক্ষী মোঃ রোকুনুজ্জামান থানায় আসে এবং একটি অপমৃত্যুর মামলা দায়ের করেন। যার নম্বর ১৪; তারিখঃ ২৮/০২/২০১২। এজাহারে উল্লেখ করেন, সকাল আনুমানিক ১১,৩০টার দিকে কামাল নামে একজন হাজতী (যার হাজতী নম্বর ৫৩২৫/১২) চিকিৎসাধীন অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যায়। তিনি দুপুর আনুমানিক ২.২০টায় হাসপাতালের মর্গে যান এবং নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট মোসাম্মৎ রাবেয়া আক্তার, জেলা প্রশাসক কার্যালয় ঢাকা এর উপস্থিতিতে সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন। তিনি প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন, লাশের বাম কব্জিতে জখম পেটের বাম পাশে কালচে দাগ, গোপনাঙ্গে বীর্য বের হয়েছে। কোমরের নিচ থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত ফোলা এবং কালচে রঙের দাগ রয়েছে। তিনি সুরতহাল প্রতিবেদন শেষে কনস্টেবল মোঃ রমজান আলীকে লাশ ময়না তদন্ত শেষে পরিবারকে হস্তান্তরের দায়িত্ব দেন।

ডাঃ মোঃ কামরুল হাসান সরদার, সহকারী অধ্যাপক, ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা

ডাঃ মোঃ কামরুল হাসান সরদার অধিকারকে জানান, ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০১২ দুপুর আনুমানিক ১২.০০ টায় শাহরাগ থানার এসআই মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন ও কনস্টেবল মোঃ রমজান আলী অজ্ঞাত এক পুরুষ ব্যক্তির লাশ মর্গে আনেন। তিনি লাশটির ময়না তদন্ত করেন। যার নম্বর ৩৬৯/১২। তবে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানার জন্য লাশের বিশেষ অংশ ভিসেরা প্রতিবেদনের জন্য রাসায়নিক পরীক্ষাগারে পাঠানো হয়েছে বলে জানান। মৃত্যুর প্রাথমিক কারণ সর্ম্পকে বলতে তিনি অপারগতা প্রকাশ করেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ

তথ্যানুসন্ধানকালে হাসপাতালের মর্গ সহকারী না থাকায় তাঁর সাথে কথা বলা সম্ভব হয়নি। এছাড়া ময়না তদন্তের পরে হাসপাতাল এলাকার মসজিদের ইমাম সাহেবকে দিয়ে লাশের গোসল করানো হয়। কিন্তু গোসলদানকারী ইমাম সাহেবের সঙ্গে এব্যাপারে কথা বলার জন্য যোগাযোগ করে পাওয়া যায়নি।

-সমাপ্ত-